দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে পড়াশোনা

লাইব্রেরী মানেই বই আর বই। আর এ জন্যই বলা হয় লাইব্রেরী হলো বইয়ের খনি এবং বই হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার। আপনি যদি একজন শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী হন তাহলে গবেষণা, রেফারেন্স কিংবা ভাল ফলাফলের জন্য আপনাকে অবশ্যই লাইব্রেরীর বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে। কিন্তু আপনি যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা শিক্ষার্থী হয়ত ঐ প্রতিষ্ঠানে আপনার প্রয়োজনীয় বই-পত্রিকার কাটিং-জার্নাল ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। এ ক্ষেত্রে আপনার প্রয়োজনীয় বই বা তথ্য পেতে হলে অন্য কোন লাইব্রেরীর সাহায্য নিতে হবে। লাইব্রেরীতে পড়াশোনা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদনে আজ থাকছে মেডিক্যাল বিষয়ক লাইব্রেরীর বিস্তারিত তথ্য।

কোথায় এই লাইব্রেরী

ঢাকার অন্যতম ব্যস্ত এলাকা ঢাকার শাহবাগ। এই শাহবাগেই অবস্থিত দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। চিকিৎসা জগতে এটিই বাংলাদেশের একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই রয়েছে দেশের সর্ববৃহৎ মেডিক্যাল লাইব্রেরী।

এখানে কী ধরনের বই পাওয়া যায়

লাইব্রেরীর প্রধান লাইব্রেরীয়ানের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এই লাইব্রেরীতে কেবল চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই পাওয়া যায়। এছাড়াও মেডিক্যালসংক্রান্ত বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকাও পাওয়া যায়।

কারা আসতে পারেন এই লাইব্রেরীতে

এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি পরিপূর্ণ লাইব্রেরী। আপনি যদি মেডিক্যালে পোস্ট গ্রাজুয়েট করে থাকেন বা করছেন, এমবিবিএস পাস করেছেন কিংবা এখনও পড়ছেন তাহলে আপনি এই লাইব্রেরীতে আসতে পারেন। দেশের যে কোন মেডিক্যালের শিক্ষক বা শিক্ষার্থীরাই এই লাইব্রেরী ব্যবহার করতে পারবেন। এ ছাড়াও দেশের যে কোন হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার এমনকি যাঁরা প্রাইভেট হাসপাতাল বা ক্লিনিকে কর্মরত আছেন, প্র্যাকটিস [illegible] করতে পারবেন।

বই এবং জার্নালের সংখ্যা

লাইব্রেরীতে বই আছে প্রায় ২২ হাজার। অন্যদিকে জার্নাল আছে ৫ হাজারের মতো। আর আছে ৯০টি টাইটেল।

আসনসংখ্যা এবং পাঠক

বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের ভবনের ৫ম ও ষষ্ঠ তলাজুড়ে এই বিশাল লাইব্রেরীতে এক সঙ্গে প্রায় ৬০০ পাঠক বসে বই পড়তে পারেন।

কিভাবে বই তুলতে হয়

আপনি ইচ্ছা করলে এখানে সারাদিনই বসে বই পড়তে পারেন। আবার ইচ্ছা করলে বই বাসায়ও নিয়ে আসতে পারেন। তবে এই লাইব্রেরী থেকে বই নেয়ার কিছু নিয়ম আছে। আপনি যদি পোস্ট গ্রাজুয়েটের ছাত্র হন তাহলে বাসায় বই আনতে পারবেন। এছাড়াও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার এবং প্রফেসররাও বই নিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে একজন ছাত্র ২টি বই, একজন শিক্ষক ৪টি বই এবং কর্মরত ডাক্তার ১টি বই ১৫ দিনের জন্য বাসায় নিতে পারবেন।

লাইব্রেরীর সময়সূচী

লাইব্রেরী খোলা থাকে সপ্তাহের সাত দিনই। আর লাইব্রেরীর কার্যক্রম চলে সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।

অন্যান্য সুবিধা

বহু জার্নাল বা পত্রিকার যে কোন তথ্য ফটোকপি করার জন্য স্বল্পমূলে ফটোকপি করা যায়। যে কোন বিষয়ে এ পর্যন্ত কত গবেষণা হয়েছে, কারা গবেষণা করেছেন তা জানার জন্য রয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম। এখানে রয়েছে একটি কিয়োসক যন্ত্র। অপারেশন থিয়েটারে না গিয়েই কীভাবে বিভিন্ন জটিল রোগের অপারেশন করা হয় (যা আগেই ডিস্কে ধারণ করা) তা এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। হবু চিকিৎসকদের জন্য এটি অবশ্যই একটি বাড়তি সুবিধা। এছাড়াও ইন্টারনেটের সুবিধা থাকায় পৃথিবীর যে কোন লাইব্রেরীর বই দেখার সুযোগও রয়েছে।